ঢালিউড

প্রেমের ছবি ভালোবাসার ছবি

নয়ন মণি ছবিতে ববিতা ও ফা/'ক

মানুষের জীবন-ঘনিষ্ঠ বিষয় অথবা চলমান সমাজের চিত্রই ফুটিয়ে তোলা হয় চলচ্চিত্রে। বিশ্বের অন্যান্য দেশেও প্রাধান্য দেয়া হয় চলচ্চিত্র মাধ্যমে এই বিষয়গুলোকে। এসব বিষয় চলচ্চিত্র মাধ্যমে প্রাধান্য পেলেও ভালোবাসার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে উঠে আসে প্রতিটি চলচ্চিত্রেই। আবার কখনো কখনো প্রাধান্য পায় শুধু প্রেম ভালোবাসা। প্রেম-ভালোবাসার বিষয়টি কোনো না কোনোভাবে চলচ্চিত্রে সংশ্লিষ্ট থাকলেও শুধু ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে এবং হচ্ছে চলচ্চিত্র। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র যাত্রার শুরু থেকেই চলচ্চিত্রে প্রাধান্য পেয়েছে প্রেম-ভালোবাসা। শুধু প্রাধান্যই নয়- প্রেম-ভালোবাসার কাহিনী নিয়েই নির্মিত হয়েছে অসংখ্য ছবি। দর্শকও এসব ছবিকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং গ্রহণ করেছেন। প্রেম-ভালোবাসা নির্ভর ছবিতে শুধু মানুষের এ সম্পর্কেই তুলে ধরা হয়নি। কখনো ধনী গরিবের প্রেম অথবা ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে বাংলাদেশে নির্মিত উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে রয়েছে সত্তরের দশকে কাজী জহির নির্মিত 'অবুঝ মন'। ত্রিভুজ প্রেমের গল্প নিয়ে নির্মিত এ ছবিতে অভিনয় করেছেন- রাজ্জাক, শাবনা, সুমিতা দেবী প্রমুখ। পাহাড়ি ও বাঙালির ভালোবাসার ঘটনাকেও নিয়ে নির্মিত হয়েছে ছবি। মাসুদ পারভেজ পরিচালিত 'এপার ওপার' ছবিটিতে অভিনয় করেছেন- সোহেল রানা, সোমা মুখার্জীসহ অনেকে। ভালোবাসার শেষ পরিণতি যখন দুজনের মৃত্যু এমন বিষয়টি নিয়েও নির্মিত হয়েছে ছবি। 'অনন্ত প্রেম' নামের ছবিটি নায়করাজ রাজ্জক নির্মাণ করেছেন চিত্রনায়িকা ববিতাকে নিয়ে। ছবিটিতে নায়করাজ- রাজ্জাকও অভিনয় করেছেন। গ্রামের প্রেমকাহিনী নিয়ে ফারুক ও কবরী অভিনীত 'সুজন সখী' ছবিটি নির্মাণ করেন খান আতা। পরবর্তীতে নতুন করে

নেসক্যাফে-কফিমেট- সাপ্তাহিক ২০০০
ভালোবাসার নাটক

নেস্‌ক্যাফে কফিমেট-সাপ্তাহিক ২০০০ ভালোবাসার গল্প প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়া দুই সহস্রাধিক পাঠকের গল্প থেকে বাছাই করা গল্প 'বাজি' নিয়ে নির্মিত হচ্ছে নাটক। কাজী জেবুনেছার লেখা গল্পটির নাট্যরূপ দিয়েছেন আনিসুল হক। আরিফ খানের পরিচালনায় নাটকটিতে অভিনয় করছেন - নোবেল, অপি করিম প্রমুখ। 'বাজি' নাটকটি সম্প্রচার করবে চ্যানেল আই, ১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে রাত ১০টায়।

'বাজি' নাটকের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে। সুদর্শন এক যুবক আদিল। যে নিজ গুণে মেয়েদের আকৃষ্ট করে তবে নিজে জড়ায় না ভালোবাসায় । তার জন্য অনেক তরুণীই থাকে প্রতীক্ষায়। একদিন রাত্রি তার বান্ধবীদের সঙ্গে বাজি ধরে আকিলকে তার ভালোবাসার জালে আবদ্ধ করবেই। রাত্রি বাজি ধরে ভালোবাসার অভিনয় করতে থাকে। তার অভিনয়ে আকিলও সাড়া দেয়। অভিনয়ের খেলায় কখন যে একে অপরের হৃদয় হরণ করে বসে তা নিজেরাই বুঝতে পারে না। এক পর্যায়ে রাত্রি ও আকিল একে অপরকে ছাড়া ভাবতে পারে না কিছুই।

নির্মিত হয় 'রঙিন সুজন সুখী'। আশির দশকেও নির্মিত হয়েছে ভালোবাসা নির্ভর বেশ কিছু ছবি। যার মধ্যে রয়েছে আলমগীর কবীরের 'সীমানা পেরিয়ে'। দ্বীপে আটকা পড়ে মানব-মানবীর মধ্যে ভালোবাসার জন্ম নেয়ার বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ছবিটিতে। এতে অভিনয় করেছেন বুলবুল আহমেদ ও জয়শ্রী কবীর।

' বেদের মেয়ে জোছনা' ছবিটি রাজার ছেলে আর বেদের মেয়ের ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে। তোজাম্মেল হক বকুল পরিচালিত এ ছবিতে অভিনয় করেছেন ইলিয়াস কাঞ্চন, অঞ্জু ঘোষ প্রমুখ। সালমান খান ও মৌসুমী অভিনীত এবং সোহানূর রহমান সোহান পরিচালিত 'কেয়ামত থেকে কেয়ামত' ছবিটিও ভালোবাসাকেন্দ্রিক। ভালোবাসার বিনিময়ে চক্ষুদান, এমন প্রেমের ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে বেলাল আহমেদ পরিচালিত 'নয়নের আলো' ছবিটিতে। এতে অভিনয় করেছেন জাফর ইকবাল, সুবর্ণা মুস্তাফা, কাজরীসহ অনেকে। আমজাদ হোসেন ফারুখ ও ববিতাকে নিয়ে নির্মাণ করেন 'নয়ন মণি'। এই ছবিটি নব্বইয়ের দশকে মতিন রহমান ওমর সানি ও শাবনূরকে নিয়ে পুনরায় নির্মাণ করেন 'রঙিন নয়ন মণি' নামে। ছবিটিতে গ্রামের সহজ-সরল ছেলে মেয়ের ভালোবাসার বিষয়টি এমনভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল, যার জন্য দর্শক হৃদয়ে দাগ কেটে ছিল। যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে দ্বিতীয়বার নির্মাণ করা হয়। নব্বইয়ের দশকে ভালোবাসানির্ভর ছবির মধ্যে রয়েছে এহ্‌তেশাম পরিচালিত 'চাঁদনী' ছবিটি। নাঈম ও শাবনাজ অভিনীত ছবিটিতে পাহাড়ি ও বাঙালির প্রেমের বিষয়টি প্রাধান্য পায়। বর্তমান সময় অর্থাৎ একুশ শতকেও দর্শকপ্রিয়তা পাচ্ছে প্রেমনির্ভর এ ছবিটি।

এই শতকের উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে রয়েছে মতিউর রহমান পানু পরিচালিত এবং রিয়াজ ও পূর্ণিমা অভিনীত ছবি 'মনের মাঝে তুমি'। প্রেমনির্ভর ছবিটি দর্শকের কাছে ব্যাপক সাড়া পায়। প্রযুক্তির উন্নয়নের কল্যাণে প্রেম-ভালোবাসার মাধ্যমেও এসেছে পরিবর্তন। আগে প্রেমিক-প্রেমিকার যোগাযোগের মাধ্যম ছিল বান্ধবী। এই বান্ধবীর মাধ্যমে প্রেমিক-প্রেমিকা তাদের খবর নিত। পরবর্তীতে চিঠি। এমনভাবে কালের বিবর্তনে টেলিফোন, মোবাইল অথবা ই-মেলর মাধ্যমে তারা একে ওপরের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। এই উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমকেও তুলে আনা হচ্ছে চলচ্চিত্রে। পৃথিবী যতোদিন থাকবে মানুষ ততোদিন ভালোবাসবে। আর মানুষের ভালোবাসাকে নানাভাবে উপস্থাপন করা হবে চলচ্চিত্র বা মিডিয়াতে। মানুষ যেমন ভালোবাসে তেমনি ভালোবাসার বিষয়কে দেখে তৃপ্তি পায়। তাই তো শিল্প মাধ্যমে ভালোবাসা সব সময়ই প্রাধান্য পায়।

বলিউড

বলিউডের ছবি আমাদের অত্যন্ত প্রিয় ও সর্বাধিক প্রচলিত। এর প্রধান কারণ ভারত ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যে ব্যাপক সাদৃশ্য ভারতের সঙ্গে আমাদের দেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রচুর মিল থাকায় ভারতের সিনেমাগুলোও আমাদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য। বলিউডে এমন অনেক সিনেমা তৈরি হয়েছে যেগুলো ইতিহাসের পাতায় নিজের স্থান গড়ে নিয়েছে। এসব ছবির মধ্যে প্রেমকাহিনী বা প্রেমের ছবি সর্বসেরা ও বিশ্ববিখ্যাত। এসব ছবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

মুঘল- এ আজম (১৯৬০) : পরিচালক- কে আসিফ, অভিনয়ে- দিলীপ কুমার, মধুবালা, পৃথিরাজ কাপুর, দুর্গা খোটে প্রমুখ।

১৯৪৬ সালে কে. আসিফ বলিউডের সর্বশ্রেষ্ঠ ছবিটি তৈরির উদ্যোগ নেন। কিন্তু সেই সময় নায়কের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য বাছাই করা হয় একজনকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি হৃদরোগে মারা যান। তখন ছবিটির অর্থায়ন করছিলেন সিরাজ আলী। ১৯৪৭ সালে ভারত ভঙ্গের কারণে তিনি পাড়ি জমান পাকিস্তান। ১৯৫১ সালে ছবিটির নির্মাণকাজ আবার শুরু হয়। ছবির ১৫ শতাংশ ছিল রঙিন এবং ৮৫ শতাংশ ছিল সাদা-কালো। মুঘল-এ আজম হিন্দি সিনেমার সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি উপাধিতে আখ্যায়িত হয়। ১৯৬১ সালে একটি ছবির গড় খরচ ছিল ২ লাখ ডলার। কিন্তু মুঘল -এ আজম তৈরিতে খরচ হয় ৬০ লাখ ডলার।

মুঘল-এ আজম বলিউডের সর্বকালের সর্বসেরা প্রেমকাহিনী, যা চিরদিন অমর হয়ে থাকবে। এ ছবিতে মোঘল সাম্রাজ্যের রূপটি অত্যন্ত নিখুঁত ও নৈপুণ্যতার সঙ্গে চিত্রায়িত করা হয়েছে। ফুটে উঠেছে শাহজাদা সেলিম ও আনারকলির অমর প্রেমকাহিনী।

হির রানঝা (১৯৭০) : প্রযোজক ও পরিচালক- চেতন আনন্দ, অভিনয়ে- রাজকুমার, প্রিয়া রাজওয়ানশ, অজিত, প্রাণ, জীবন প্রমুখ।

ছবিটি ১৬ শতাব্দীতে ওয়ারিশ শাহ্ রচিত মহাকাব্য 'হির রানঝা' অবলম্বনে নির্মিত। মূল গল্পটি যেহেতু কবিতার ছন্দে রচিত, সেহেতু পরিচালক চেতন আনন্দ চেয়েছিলেন, সিনেমার সংলাপও হবে কবিতার ছন্দে। সংলাপ রচয়িতা শোভা হিং অত্যন্ত সুচারু ও নৈপুণ্যতায় এ কাজটি সম্পাদন করেন, যা দর্শকদের মনে চিরস্থায়ী প্রভাব ফেলে। এরই ফলে তৈরি হয় বলিউডের একমাত্র সিনেমা। যার প্রত্যেক সংলাপই ছিল কবিতার ছন্দে।

দেবদাস (২০০২ এবং ১৯৫৫) : ২০০২ সালে পরিচালক- সঞ্জয় লীলা বানসালী, অভিনয়ে- শাহরুখ খান, ঐশ্বরিয়া রাই, মাধুরী দীক্ষিত, জ্যাকি শ্রফ প্রমুখ।
১৯৫৫-সালে প্রযোজক ও পরিচালক- বিমল রায়, অভিনয়ে- দিলীপ কুমার, বৈজয়ন্তিমালা, মতিলাল ও সুচিত্রা সেন।

শরৎচন্দ্র রচিত ট্র্যাজেডি 'দেবদাস' অবলম্বনে উভয় ছবি নির্মিত। পূর্বের দেবদাসের পরই দিলীপ কুমারের ট্র্যাজেডি কিং উপাধি স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করে। ১৯৫৫ সালে দেবদাসে পার্বতীর চরিত্রে ছিলেন সুচিত্রা সেন এবং চন্দ্রমুখীর চরিত্রে অভিনয় করেন বৈজয়ন্তিমালা। ২০০২-সালে পার্বতী হন ঐশ্বরিয়া রাই এবং মাধুরী ছিলেন চন্দ্রমুখী।

কেয়ামত সে কেয়ামত তাক (১৯৮৮) : পরিচালক- মনসুর খান, অভিনয়ে- আমির খান, জুহি চাওলা, গোগা কাপুর, দিলীপ তাহিল ও অলোকনাথ। রঞ্জির সিং (গোগা কাপুর) এবং ধনরাজ সিং (দিলীপ তাহিল) পারিবারিক শত্রু। কিন্তু তাদের সন্তান রেশমি (জুহি চাওলা) ও রাজ (আমির খান) একে অপরকে ভালোবাসে। পারিবারিক শত্রুতা প্রেমের পথে বড় বাধা। এজন্য রাজ ও রেশমি ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়, তারা নতুন জীবন শুরু করে এক সঙ্গে। এই ছবি থেকে বলিউড সিনেমায় নতুন এক ধারার সৃষ্টি হয়। যার ফলে নব্বইয়ের দশকে অধিকাংশ ছবিই তৈরি হয় প্রেম-ভালোবাসার গল্পকে কেন্দ্র করে।

ববি (১৯৭৩) : প্রযোজক, পরিচালক ও সম্পাদক- রাজ কাপুর, অভিনয়ে- ঋষি কাপুর, ডিম্পল কাপাডিয়া, প্রাণ, প্রেমনাথ, প্রেম চোপড়া।

রাজ (ঋষি কাপুর) ১৮ বছর বয়সী ধনী পরিবারের ছেলে। একাকিত্ব তাকে গ্রাস করে রেখেছে। এ সময় সে ভালোবাসা ও সঙ্গী হিসেবে পায় ববিকে (ডিম্পল কাপাডিয়া)। কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য তাদের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। এটি ছিল ঋষি কাপুর ও ডিম্পল কাপাডিয়ার প্রথম ছবি। অনেক দিন পর দুজনে আবার প্রেমের ছবি 'সাগর'-এ একসঙ্গে কাজ করেন।

এ সপ্তাহের ঢাকা

জগলুল আলম

শিল্পকলা একাডেমী : ক্যান্সারে আক্রান্ত সঙ্গীত পরিচালক, নাট্যকার, নির্দেশক অভিনেতাসহ নানা গুণে গুণান্বিত জগলুল আলম ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। তার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন অনেক টাকা। একজন গুণী মানুষকে সহযোগিতার জন্য যে কেউ তার পাশে দাঁড়ানোর জন্য এগিয়ে আসতে পারেন। গুণী মানুষের পাশে ইতিমধ্যে অনেকেই এগিয়ে এসেছেন এবং করেছেন সহযোগিতা। তাদের সহযোগিতায় সুস্থ হয়ে তারা আবার সৃজনশীল কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন।

তারিখ ও সময়	নাটক	দল
৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা	প্রজাপতি	নাট্যকেন্দ্র
৯ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা	সার্কাস সার্কাস	প্রাচ্যনাট
১০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা	ছায়ানট	নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়

জগলুল আলমের পাশে যারা দাঁড়াতে চান তারা মেহেলী রোজ, সঞ্জয়ী হিসাব নং-০৪৮৩৭৬, ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ, মহাখালী শাখা, ঢাকা। এই অ্যাকাউন্ট নাম্বারে অর্থ জমা দিতে পারেন। এছাড়াও জগলুল আলমের চিকিৎসার অর্থ সংগ্রহের জন্য আয়োজন করা হয়েছে নাট্য উৎসবের। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর জাতীয় নাট্যশালায় প্রদর্শিত হচ্ছে মঞ্চনাটক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের নিয়মিত আয়োজন চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে এ সপ্তাহে রয়েছে-

তারিখ ও সময়	ছবির নাম	পরিচাল
৯ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা	অযান্ত্রিক	ঋত্বিক ঘটক
১০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা	সুবর্ণরেখা	ঋত্বিক ঘটক
১৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা	আকালের সন্ধানে	মৃণাল সেন

৮ ফেব্রুয়ারি বিকাল সাড়ে ৪টায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ইসফেন্দিয়ার জাহেদ হাসান মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে টিভি ব্যক্তিত্ব আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের স্মৃতিকথা 'আমার উপস্থাপক জীবন' গ্রন্থটির সূত্র ধরে টেলিভিশন অনুষ্ঠানের সোনালি অতীত নিয়ে আড্ডা ও আলোচনা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন মুস্তফা মনোয়ার। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন মিডিয়া বিশ্লেষক মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর। বিটিভির স্বর্ণযুগের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবেন -আতিকুল হক চৌধুরী, আবদুল্লাহ আল মামুন, ফেরদৌসী রহমান, সৈয়দ আবদুল হাদী, আল মনসুর, আসাদুজ্জামান নূর ও টেলিভিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করবেন আসাদ চৌধুরী।

ব্রিটিশ কাউন্সিল : ব্রিটিশ কাউন্সিলে ২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে পরির্তনশীল আবহাওয়া বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবেশভিত্তিক আলোকচিত্র 'আমার পৃথিবী আমার ভবিষ্যৎ' শিরোনামের আলোকচিত্র প্রদর্শনী। ব্রিটিশ কাউন্সিল ও ম্যাপ ফটো এজেন্সি আয়োজিত প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে ৩২ জন তরুণ আলোকচিত্রীর ৪৮টি ছবি। প্রদর্শনী চলবে ২৮ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।

এ সপ্তাহে যেসব নাটক প্রদর্শিত হবে

থিয়েটার আর্ট ইউনিট : থিয়েটার আর্ট ইউনিট নতুন সদস্য সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছে। আগ্রহীরা আবেদন ফরম সংগ্রহ করতে পারেন- থিয়েটার কর্নার নাটক সরণি, জনান্তিক, আজিজ সুপার মার্কেট, ইউনিভার্সিটি বুক স্টল, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় গেটে। আবেদন ফরম জমা দেয়ার শেষ তারিখ ২ মার্চ।

হলিউড

সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে আমরা প্রেমে পড়বোই। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া সহজাত প্রবৃত্তি। তবে এই প্রেম হতে পারে ক্ষণস্থায়ী কিংবা দীর্ঘস্থায়ী। হতে পারে জীবনে একবার, হতে পারে বহুবার। জীবনে প্রেম কতবার আসবে তার গ্যারান্টি নেই। যদিও এই গ্যারান্টির কিছুটা আছে ছবিতে।

প্রেমের ছবিতে নায়ক-নায়িকার প্রেম হয় খুব সহজে, ধর্ম-বর্ণ, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থা তাদের বিবেচ্য হয় না। ছবিতে জীবনের এসব জটিল বিষয় গুরুত্ব কম পায় বলেই রোমান্টিক ছবি সফল হয় অনেক। ব্যবসায় সাফল্য আসে সহজে। এসব রোমান্টিক ছবি দেখে মানুষ হাসে, কখনও কাঁদে। ছবির বিভিন্ন ডায়ালগ ছুঁয়ে যায় তাদের হৃদয়। কল্পনার পুরুষ ছবির প্রেমিকের আচরণ দিয়ে প্রভাবিত হয়। নারীরা হয় প্রেমিকার চরিত্র দিয়ে। কখনও কখনও গভীরভাবে আলোড়িত হয় তারা। স্বামী-স্ত্রী কিংবা প্রেমিক-প্রেমিকার ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা হয় সেপ রোমান্টিক ছবির ঘটনা নিয়ে। ছবিতে নায়ক-নায়িকা কী ঠিক করলো, কি করলো না তা নিয়ে এমন সাড়া জাগানো কিছু ছবির বর্ণনা দেয়া হলো-

ক্যাসাব্লাঙ্কা : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে নির্মিত রোমান্টিক ছবিটিতে প্রেমিক-প্রেমিকার মিল হয় না। জামফ্রে বেগার্ট আর ইনগ্রিড বার্গম্যান অভিনয় করেছেন মূল চরিত্রে। প্রেমিক বোগার্ট তার প্রভাব খাটিয়ে বার্গম্যানকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন। দুজনের অসাধারণ অভিনয় ছবিটিকে কালজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

প্রিটি ওম্যান : জুলিয়া রবার্টসের জীবন বদলে যায় এই ছবিতে পড়ে। দুর্দান্ত অভিনয় করেন। সুপার হিট ছবিটি তৈরি সিনডারেলা স্টাইলে। সঙ্গে সফল পরিণতি বাস্তব বিবর্জিত হলেও দর্শক দারুণ পছন্দ করে। রিচার্ড গিরের বড়লোক ব্যবসায়ী হিসেবে ভালো অভিনয় করেছেন। ছবিতে একঘেয়েমি কাটাতে তুলিয়াকে ভাড়া করেন সান্নিধ্যের জন্য। ধীরে ধীরে অদ্ভুত ভালোবাসার সৃষ্টি হয় দুজনার মধ্যে।

ওয়েন হ্যারি মেট স্যালি : পরিচালক রব রেইনারের যোগ সৃষ্টি, বিলি ক্রিস্টান ও মেগনায়ানের প্রেমে পড়া, সম্পর্ক গভীর হওয়া ছবিতে মূল কাহিনী। প্রেমের প্রথম দিকে মনের ভেতরে ভয়, দ্বিধা দারুণ ফুটে উঠেছে গল্পে, নায়ক-নায়িকার প্রাণবন্ত অভিনয়ে।

মাই ফেয়ার লেডি : দুর্দান্ত মিউজিক্যাল, দুর্দান্ত প্লট, অসাধারণ অভিনয়, অড্রে হেপবার্ন আর চেক্স হ্যারিসনের দুর্দান্ত অভিনয়ে সফলভাবে ফুটে উঠেছে 'বিপরীতধর্মী আকর্ষণ তত্ত্ব', যদিও ছবির শুরুতে ব্যাপারটি আঁচ করা যায়নি। প্রফেসর হিগিনস বন্ধুর সঙ্গে বাজি ধরেন যেকোনো মেয়েকে তিনি সম্ভ্রান্ত নারীতে রূপান্তরিত করতে পারবেন। কথা বলা আর চালচলন শেখালেই সম্ভব। দরিদ্র এলাইজাকে নিয়ে বাজি ধরা হয়। শুরু হয় ট্রেনিং। সেই সঙ্গে দুজনের ব্যক্তিত্বের সংঘাত, গভীর হতে শুরু করে ভালোবাসা।

দ্য ইংলিশ পেশেন্ট : ৯টি অস্কার জয়ী এই ছবিটি নির্মিত হয়েছিল ১৯৯৬ সালে। র‍্যালর ফাইন্স ও জুলিয়েট বিনোসে দারুণ অভিনয় করেন। বারবার দেখার মতো একটি ছবি। ছবির পটভূমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। প্রেমের সফল পরিণতি না হলেও এটা দারুণ সাড়া জাগিয়েছিল। ছবিতে ভালোবাসা এবং বিশ্বযুদ্ধের রূপ বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে।

i"হুল তাপস, রাশেদ রায়হান ও সাইমন মোহসীন